দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম (ডি.এম.এফ.)

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩ – ২০২৪

২০-২১ মার্চ ২০২৪, গঙ্গাসাগর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

আমার প্রিয় সাথী ও সহকর্মীরা,

বহু প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে লড়াই করে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম তার ক্রমবর্দ্ধমান কাজ ও সাংগঠনিক প্রসারের দায়িত্ব পালন করে চলেছে। সদস্য ও কর্মীদের উৎসাহ, উদ্যোগ এবং অধ্যবসায়ের ফলে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের সংগঠন দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম এখনও পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের ১০টি জেলায় বিস্তার লাভ করেছে। মাছ আহরণকারী, মাছচাষী, মাছ বাছাই ও শুকানো কর্মী এবং ক্ষুদ্র মাছ বিক্রেতা সহ সব ধরণের মৎস্যকর্মীরা দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের সদস্য। বর্তমানে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের সদস্য সংখ্যা ১৬ হাজার ছাড়িয়েছে। দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম, বাস্তব পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী, বিভিন্ন উপক্ষেত্র ও স্তরে শাখা সংগঠনের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মৎস্য-ভেন্ডর ও মহিলা মৎস্যকর্মী শাখা সংগঠিত করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এছাড়া ফোরামের সহায়তায় ব্যাঘ্র বিধবা ও সমুদ্র বিধবাদের নিজস্ব সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছে। মহিলা ও জাল শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার কাজ চলছে। ডি.এম.এফ উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের সংগঠিত করার জন্য উত্তরবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম গড়ে ওঠার ক্ষেত্রেও সহায়তা করেছে। পাশাপাশি সামুদ্রিক এবং অভ্যন্তরীণ উভয় মৎস্যক্ষেত্র নিয়ে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জাতীয় মঞ্চ NPSSFW গঠনে ডি.এম.এফ সক্রিয় সহযোগিতা করেছে ও করছে। NPSSFW-এর মাধ্যমে একদিকে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের অবস্থান থেকে জাতীয় মৎস্যক্ষেত্র নীতি ও আইন প্রণয়নে কার্যকরী হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হয়েছে। আরেকদিকে সারা দেশের মৎস্যজীবীদের সংগ্রামের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বাস্তব সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে।

২০২৪ সালে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের ৩২তম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এমন এক সময়ে যখন –

১। এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সব রাজনৈতিক দলগুলি মৎস্যজীবী সহ সাধারণ জনগোষ্ঠীগুলির জন্য প্রতিশ্রুতির পসরা নিয়ে হাজির হতে চলেছে। ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকার সংকট অব্যাহত। সমুদ্র, নদী, জলাধার, জলাভূমি বা পুকুর কোথাও জল বা মৎস্যসম্পদের উপর মাছ ধরা বা চাষ করার জন্য মৎস্যজীবীদের আইনি অধিকার নেই।
দূষন, জবরদখল, অতিরিক্ত ও ধ্বংসাত্মক মৎস্যশিকারের মোকাবিলায় জলাশয় ও মৎস্যসম্পদ রক্ষায় মৎস্যজীবীদের অধিকার অপরিহার্য্য হয়ে উঠেছে। ক্ষুদ্র মৎস্যভেন্ডর, মাছ বাছাই ও শুকানোয় নিয়োজিত কর্মী, জাল বোনা ও সারাই শ্রমিক সহ সব মৎস্যকর্মীরা আর্থিক, পরিকাঠামোগত, প্রযুক্তিগত ও সামাজিক সুরক্ষাগত অনটনের মধ্যে দুঃসহ জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছেন। জাতীয় নির্বাচনে দেশের ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকার আওয়াজ তুলে ধরতে জাতীয় সংগঠন NPSSFW-র নেতৃত্বে সারা দেশের ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী সংগঠনগুলির সাথে ডি.এম.এফ রাজনৈতিক দলগুলির কাছে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের পক্ষ থেকে দাবিপত্র পেশ করতে চলেছে।

২। অতিসম্প্রতি "নাগরিকত্ব সংশোধন আইন ২০১৯"-এর বিধি প্রকাশিত হয়েছে। যার অর্থ পশ্চিমবঙ্গসহ সারা দেশে (কয়েকটি রাজ্য বাদে) এই আইন চালু হতে চলেছে। দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের ১৯৯১ সালের রিপোর্টে সাংগঠনিক সমস্যার কথা বলতে গিয়ে *"দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে সমস্যা এবং আত্মসমালোচনা"* শীর্ষক অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, তখন ফোরামের সংগঠন করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল, জেলেদের নাগরিকত্বের সমস্যা। কারণ বাস্তবে তখন ফোরামের সংগঠন ছিল বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগণার সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আর তাদের এক বড় অংশ ছিলেন বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তু। স্বাধীন বাংলাদেশ উদ্ভবের পর যেসকল উদ্বাস্তুরা এদেশে আসেন তাদের প্রতি ভারত সরকার অন্যায় মনোভাব নেয়। দীর্ঘদিন ধরে তাদেরকে ইনফিলট্রেটরস অর্থাৎ অনুপ্রবেশকারী হিসেবে অভিহিত করা হয়। নাগরিকত্বহীন এইসব মানুষ বাংলাদেশে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়ার আশঙ্কার মধ্যে দিনযাপন করতে বাধ্য হন। তারা তাদের ভারতে আসার তারিখ লুকোতে বাধ্য হন, যেটাকে কাজে লাগায় ভারতের বিভিন্ন দল বা স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী। তারা এইসকল উদ্বাস্তুদের দুর্দশাকে ভাঙিয়ে তাদেরকে নিজেদের অধীনস্থ করে। ফলে, ফোরামের মতো একটি স্বাধীন সংগঠনে যোগ দিয়ে

অধিকারের লড়াই করা বা অন্যায়ের প্রতিবাদ করা এইসকল উদ্বাস্তু মৎস্যজীবীদের পক্ষে খুবই কষ্টকর ছিল। আর সদ্য (১১-০৩-২০২৪) যখন ''নাগরিকত্ব সংশোধন আইন ২০১৯'' লাগু হয়েছে, আর এই আইন অনুযায়ী ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আফগানিস্তান,পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে আসা সংখ্যালঘু উদ্বাস্তুরা আর ইনফিলট্রেটরস অর্থাৎ অনুপ্রবেশকারী বলে গণ্য নয়, তখন এই সকল সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের কাছে শিরদাঁড়া সোজা রেখে সংগঠন ও অধিকারের আন্দোলন করার সুযোগ এসেছে।

ফোরাম আশা করে, এই আইন বলে এইসব মৎস্যজীবীরা নাগরিকত্ব লাভ করতে পারবেন। তাদের আর ভোটার কার্ড নেই বলে ইয়াসের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার আবেদন করা থেকে বঞ্চিত হতে হবে না। সমুদ্রে মাছ শিকারের জন্য প্রয়োজনীয় পরিচয়পত্র পেতে সমস্যা হবে না। এদেশে আসার তারিখ ঢাকবার জন্য ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতাদের পদলেহন করতে হবে না। এবার তারা, রাজনৈতিক দলের বাইরে থাকা দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অধিকারের লড়াই করার প্রশ্নে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সুবিধাজনক অবস্থায় থাকবেন।

তবে একই সাথে দলমত, ধর্ম, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে আপামর ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের সংগঠন দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম নাগরিকত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিভাজনের বিরোধী। ''নাগরিকত্ব সংশোধন আইন ২০১৯'' চালু করার সময় সরকার ও সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে দেশে বসবাসকারী সব জনগোষ্ঠীর আশঙ্কা ও অসুবিধা নিরসণ করতে হবে ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে।

৩। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় মৎস্যক্ষেত্রে ভর্তুকি নিয়ে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের স্বার্থবিরোধী টানাপোড়েন অব্যাহত। একদিকে বিশ্ব বানিজ্য সংস্থা যখন বৃহৎ মৎস্য শিকারি দেশগুলিকে ভর্তুকিতে ছাড় দিতে চাইছে, আরেকদিকে তখন ভারত সরকার এদেশের বৃহৎ মৎস্য শিকারিদের স্বার্থে ভর্তুকিতে ছাড় নিতে চাইছে। দু-পক্ষই বাস্তবে বৃহৎ মৎস্যশিকারিদের ভর্তুকি বন্ধ করে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের ভর্তুকি দেওয়া – এই নীতির বিরোধী। মৎস্যজীবী আন্দোলনের লজ্জা যে এন এফ এফ-এর মতো সংগঠন প্রকাশ্যে ভারত সরকারের ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী বিরোধী অবস্থানকে সমর্থন করছে। NPSSFW-এর নেতৃত্বে ডি এম এফ ভারত সরকার ও বিশ্ব বানিজ্য সংস্থায় আনুষ্ঠানিকভাবে এর প্রতিবাদ জানিয়েছে।

৪। বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা ১৯৯৫ সালে প্রণীত ''দায়িত্বশীল মৎস্যক্ষেত্রের আচরণবিধি'' ও ২০১৩ সালে প্রণীত ''ক্ষুদ্র মৎস্যক্ষেত্রের স্বেচ্ছামূলক নীতি নির্দেশিকা''-য় ক্ষুদ্র মৎস্যক্ষেত্রের গুরুত্ব এবং তার সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় নীতি নির্দেশ করেছে। ভারত সরকার আন্তর্জাতিক মঞ্চে এই নীতি সমর্থন করলেও জাতীয় ক্ষেত্রে তার সুষম ও যথাযথ প্রয়োগে যথেষ্ট উদ্যোগ নিচ্ছে না। ২০০৭ সালে বিশ্ব শ্রম সংস্থা ''মৎস্যক্ষেত্রে কাজের সনদ ১৮৮'' প্রণয়ন করলেও এবং ভারত সরকার এর অন্যতম স্বাক্ষরকারী হওয়া স্বত্বেও আজ পর্যন্ত সনদটিকে মান্যতা দিয়ে কোন সামগ্রিক আইন প্রণয়ন করা হয়নি।

৫। সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো আমাদের দেশে জল-জঙ্গল-জমির উপর দেশি-বিদেশি পুঁজির ও তাদের বিশ্বস্ত কেন্দ্রীয় সরকারের দখলদারি হেতু এইসব প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল গরীব মানুষের তথা কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী, পশুপালক ও বনবাসীদের জীবন-জীবিকার সংকট বেড়ে চলেছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও ইকনমিক করিডোর, সাগরমালা প্রকল্প, ডিপ সী পোর্ট, মেরিন ড্রাইভ, উপকূলের সমান্তরাল বাণিজ্যিক জাহাজ চলার পথ, নদীগুলি দিয়ে জাতীয় জলপথ, নদীগুলির সংযুক্তি, নদীর বাস্তুতন্ত্র ও প্রবাহ নষ্ট করে শিল্প, কৃষি ও পৌর প্রয়োজনে অকাতরে জল তুলে নেওয়া, আর বিনিময়ে নদী ও জলাশয়গুলিতে দূষিত জল ও বর্জ্য ফেলা, নদীতে জাহাজ সহ বিরাট বিরাট ইঞ্জিন চালিত যানবাহনের জ্বালানি তেল, রঙ, আলকাতরা ইত্যাদি জলে মেশা, জল, জলাশয়, জলাভূমির ধ্বংস ত্বরান্বিত করছে। জাতীয় অভ্যন্তরীণ জলপথের কারণে মৎস্যজীবীদের জাল-নৌকোর ক্ষয়ক্ষতি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। মৎস্যজীবীরা তাদের বংশ পরম্পরার পেশা থেকে উৎখাত হয়ে জীবিকার জন্য উদ্বাস্তুর মতো হন্যে হয়ে ঘুরছেন অন্য পেশার সন্ধানে। সামুদ্রিক ও অভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক ও অতিরিক্ত মৎস্য শিকার অব্যাহত। অব্যাহত নিবিড় চিংড়ি চাষের মতো ক্ষতিকর ও বে-আইনি কাজের বাড়বাড়ন্ত। সীমান্তবর্তী এলাকায় এবং সংরক্ষিত এলাকায় বি এস এফ ও বনদপ্তরের অত্যাচারে মৎস্যজীবীদের জীবিকার অধিকার সাংঘাতিকভাবে বিপন্ন।

৬। একের পর এক জনমোহিনী প্রকল্প ঘোষনা করা হচ্ছে। প্রকল্পগুলির প্রাপ্তির জন্য মৎস্যজীবী নিবন্ধন কার্ড করা হচ্ছে, যার বহুসংখ্যক-ই রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির কারণে জাল মৎস্যজীবী। মাছ ধরা নৌকা ও মাছ চাষের বিমার মতো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রকল্পগুলি সম্পর্কে সরকারের কোন আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। আবহাওয়া সংকট মৎস্যজীবীদের সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে, অথচ পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ বা আবহাওয়া সহনশীল মৎস্যজীবিকার ও আবাসস্থলের ব্যবস্থাপনায় সরকারের কোন উদ্যোগ নেই। সরকারের কাছে বার বার দাবি জানানো সত্ত্বেও সমুদ্রে রাজ্যের জলসীমার বাইরে ও রাজ্যের জলসীমায় মৎস্য শিকার, সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ রক্ষা করার ও সেই সম্পদে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের অগ্রাধিকার সুনিশ্চিত করার কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা নেই। মৎস্যক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য অত্যন্ত প্রকট। মৎস্যক্ষেত্রে নিযুক্ত কর্মীদের ৫০ শতাংশ মহিলা হলেও বাজেটে তাদের সহায়তার জন্য সরকারের কোন উপযুক্ত নীতি বা বরাদ্দ নেই। পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলির অধিকাংশই, হয় নিষ্ক্রিয়, নয় কায়েমী স্বার্থের কুক্ষিগত হয়ে, দুর্নীতির আখড়া হয়ে উঠেছে।

রাজনৈতিক হিংসা, পক্ষপাতিত্ব এবং দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে নিজেদের স্বার্থরক্ষায় ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের সশক্তিকরণের জন্য দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামকে আরো সক্রিয় হতে হবে। প্রতিটি সদস্য সমর্থককে মনে রাখতে হবে যে ফোরামের সাংগঠনিক সক্রিয়তা ও লড়াইয়ের উপর মৎস্যজীবীদের এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া অনেকাংশেই নির্ভরশীল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম বিগত এক বছরে যে মূল কাজগুলি করেছে –

১। সংগঠন, সাংগঠনিক পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণঃ ১৩-১০-২০২৩ তারিখের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা, ২৭-১২-২০২৩ তারিখে হাওড়া জেলা, ১০-০৩-২০২৪ তারিখে দক্ষিণ ২৪ পরগণা এবং ১৪-০৩-২০২৪ তারিখে নদীয়া জেলায় বার্ষিক সম্মেলন হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিম মেদিনিপুর ও ঝাড়গ্রামে সংগঠন পুনর্গঠনের কাজ চলছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় মৎস্যজীবী সংগঠন বামনাবাদ ও নবগ্রামে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। মুর্শিদাবাদের সংগঠক বিদ্বান কুমার দাস ও অমরেন্দ্র নাথ হালদার গুরুতর সাংগঠনিক শৃংখলাভঙ্গ ও আর্থিক দূর্নীতি করেছেন। সেজন্য সাধারণ সম্পাদককে তাদের সাসপেন্ড করতে হয়। কার্যকরী সমিতির সভায় এই সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিতে অনুমোদন করা হয়। নদীয়া জেলার নেতৃত্বদের উদ্যোগে হুগলী জেলার বলাগড়ে সংগঠন সম্প্রসারিত হয়েছে। হাওড়া জেলার কাঁঠালখোলা, কুলগাছিয়া ও মায়াচরে সংগঠন সম্প্রসারিত হয়েছে। ১৫-০৯-২০২৩ তারিখে সাগর, নামখানা ও কাকদ্বীপ ব্লকের খটি মৎস্যজীবীদের নিয়ে কাকদ্বীপের সোনারতরী সভাগৃহে অনুষ্ঠিত সভায় ফোরামের শাখা হিসাবে ‘সুন্দরবন মৎস্যজীবী খোটি সমিতি’ গঠিত হয়েছে। এদিনের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দক্ষিণ ২৪ পরগণার খটি মৎস্যজীবীরা পূর্বের মরশুমগুলির চেয়ে আগে অর্থাৎ ১২-১০-২০২৩ তারিখে মাছ শিকারের কাজ শুরু করতে পেরেছেন। পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও নদীয়াতে মহিলা সংগঠন গড়ে তোলার কাজ চলছে।

২। ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জলের অধিকারের দাবি প্রধান দাবি হিসেবে তুলে ধরাঃ জল ও জলাশয়ের উপর মৎস্যজীবীদের সাধারণ অধিকারহীনতা সামুদ্রিক ও অভ্যন্তরীণ নির্বিশেষে সমগ্র মৎস্যজীবীদের মধ্যে ‘জাল যার জল তার’ এই স্লোগান তুলে জলের পাট্টা বা অধিকারের দাবিতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। ধ্বংসাত্মক মৎস্য শিকার ট্রলিং-ফিশিং বন্ধ ও সুন্দরবন জঙ্গলে মৎস্যজীবীদের উপর বনদপ্তরের অত্যাচার বন্ধের দাবীতে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম প্রচার-সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

৩। ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের গোষ্ঠীগত জমি ব্যবহারের অধিকারঃ- ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ এক যৌথ কাজ। মৎস্য আহরণ, মাছ বাছাই ও শুকানো এবং মাছ বিক্রি করায় ব্যাপৃত মৎস্যজীবীরা একযোগে এই কাজে নিযুক্ত হয়। জাল ও নৌকো সারাইয়ের কাজও এর সাথে যুক্ত হয়। উপকূলের বিভিন্ন জায়গায় এই যৌথ কাজের জন্য গড়ে উঠেছে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র। চিরাচরিত ও প্রথাগতভাবে উপকূলের ভূমি ব্যবহার করলেও মৎস্যজীবীদের এইসব জমির কোন আইনি স্বত্ব নেই। এই কারণে তারা প্রতিনিয়ত উচ্ছেদের আশঙ্কায় থাকেন। সরকারের পক্ষ থেকেও মাঝে মাঝেই মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রগুলির সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া, তাদের জমিতে নানাধরণের কাজ করার প্রচেষ্টা হয়। তাই মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের জমি ব্যবহারের গোষ্ঠীগত আইনি স্বত্ব মৎস্যজীবীদের বহুদিনের দাবি। সরকার এই দাবি নীতিগতভাবে স্বীকার করলেও এখনও পর্যন্ত এটি বাস্তবায়িত

করেনি। পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা পরিষদে খোটির জমির ব্যবহারিক স্বত্ত্বের বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করলেও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ এব্যাপারে উদ্যোগ নেয়নি। ১১/০১/২০২৪ তারিখে পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের পক্ষ থেকে খটির জমির ব্যবহারিক স্বত্ত্বের দাবিতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাপতির কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। ০৩-১০-২০২৩ তারিখে কাকদ্বীপের মহকুমা শাসকের কাছে যে স্মারকলিপি দেওয়া হয় তাতে অন্যতম দাবি ছিল, খটির জমির উপর মৎস্যজীবীদের সমষ্টিগত অধিকার দিতে হবে।

৪। মৎস্য সম্পদ ও সুন্দরবনে মৎস্যজীবীদের জীবিকার অধিকার রক্ষার লড়াইঃ- সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের উপর বনদপ্তরের অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম লাগাতার প্রতিবাদ ও প্রচার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ফিল্ড ডাইরেক্টর আহুত ১৫-০৫-২০৩ তারিখে সজনে খালি ফরেস্ট অফিসে অনুষ্ঠিত মিটিং-এ ফোরামের পক্ষ থেকে সুন্দরবনে কমিউনিটি ফরেস্ট রিসোর্স (CFR) রাইট দাবি করা হয়েছে। ফোরামের ডাকে ট্রলিং সহ সকল প্রকার ধ্বংসাত্মক মৎস্য শিকার বন্ধ, খোটির জমির উপর সমষ্টিগত আইনি অধিকার প্রদান, জম্বুদ্বীপে মাছ শুকানোর অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া, সুন্দরবনে মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার অধিকার প্রদান, নদীসমুদ্র জলাশয়ে মৎস্যজীবীদের সমষ্টিগত পাট্টা প্রদান, সরকারী মৎস্যজীবী ঋণের সাবসিডি চোরদের গ্রেপ্তার ইত্যাদি দাবিতে ০৩-১০-২০২৩ তারিখে কাকদ্বীপ বাস স্ট্যান্ডে মৎস্যজীবীদের এক ঐতিহাসিক মহাসমাবেশ হয়েছে। মৎস্য সম্পদ রক্ষার জন্য ফোরাম, ট্রলিং, মশারি জাল সহ সকল প্রকার ধ্বংসাত্মক মৎস্য শিকারের বিরুদ্ধে নানাভাবে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

৫। ক্ষুদ্র মৎস্যভেন্ডরদের আন্দোলনঃ- মেদিনীপুর জেলা উপকূলীয় মৎস্যভেন্ডর ইউনিয়নের নেতৃত্বে ক্ষুদ্র মৎস্যভেন্ডরদের আন্দোলন পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় অধিকতর শক্তিশালী হয়েছে। বিশেষ করে তোলাবাজ-চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে সংগঠনের সাফল্য দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে। মৎস্য ভেন্ডারদের জন্য বিভিন্ন সরকারী প্রকল্পের বরাদ্দগুলি যাতে মৎস্য ভেন্ডাররা পেতে পারে তার দাবিতে মেদিনীপুর জেলা উপকূলীয় মৎস্যভেন্ডর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ১২-১২-২০২৩ তারিখে পূর্ব মেদিনীপুর জেলাপরিষদের সভাধিপতি কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। এছাড়া পূর্ব মেদিনীপুর জেলা জুড়ে চাঁদাবাজি এবং পুলিশি তোলাবাজির বিরুদ্ধে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পুলিশ সুপারের সঙ্গে ০৯-১১-২০২৩ তারিখে সাক্ষাৎ করে মেদিনীপুর জেলা উপকূলীয় মৎস্যভেন্ডর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

ক্ষুদ্র মৎস্য ভেন্ডার আন্দোলনকে রাজ্য ব্যাপী ছড়িয়ে দিতে শ্রী সুজয় কৃষ্ণ জানার নেতৃত্বে পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও জলপাইগুড়ি জেলায় মৎস্য ভেন্ডার সংগঠন সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গত ২০২৩ সালের ৩১ শে মার্চ ও ১লা এপ্রিল বাঁকুড়া জেলার দারকেশ্বর নদের দুই পারের মৎস্যজীবী গ্রাম সোনাতাপল ও বাঁকিতে সুজয় জানা ও স্থানীয় নেতৃত্ব কলু বাউরির উদ্যোগে সভা করা হয়েছে। গত ০১-০৮-২০২৩ তারিখে পশ্চিম মেদিনীপুরের মেদিনীপুর শহরে জেলা ভেন্ডর সম্মেলন হয়েছে। এই সম্মেলনে জেলার ১২ টি মাছ বাজারের ভেণ্ডররা প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। নেতৃত্ব দেন সুজয় জানা, অচিন্ত্য প্রামানিক এবং পঃ মেদিনীপুর জেলা নেতৃত্ব প্রশান্ত বর্মন ও মনোরঞ্জন পন্ডিত। গত ১৮-১০-২০২৩ -এ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার গোসাবাতে প্রদীপ চ্যাটার্জি, সুজয় জানা ও স্থানীয় সংগঠক দিবাকর শাসমলের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট বাজারগুলির ভেণ্ডরদের সংগঠিত করার প্রয়াস নেওয়া হয়। পরে ২২-১২-২০২৩ –এ মৎস্য ভেণ্ডর নেতৃত্ব অচিন্ত্য প্রামাণিক ও দেবব্রত বাগ গোসাবার স্থানীয় মৎস্য ভেণ্ডর নেতৃত্বদের নিয়ে দ্বিতীয় বৈঠক করেন। ১৬-০২-২৪ তারিখে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও আলিপুর দুয়ার জেলার ক্ষুদ্র মৎস্য ভেণ্ডরদের নিয়ে সভা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন শ্যামলেন্দু বিশ্বাস, কঙ্কন লাহিড়ী, মানিক দাস প্রমূখ। এইসব উদ্যোগের ফলে রাজ্যস্তরে ভেণ্ডরদের স্থানীয় সমস্যাগুলি সরকারের নজরে যেমন আগামী দিনে পৌঁছানো যাবে তেমনি দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের ছাতার তলায় অবহেলিত ভেণ্ডররা এসে জোট বাঁধতে পারবেন। আমাদের রাজ্য মৎস্যজীবী সংগঠনে ক্ষুদ্র মৎস্য ভেণ্ডর সম্প্রদায় বড় সংখ্যায় সামিল হলে সংগঠনটি আরো শক্তিশালী হবে।

৬। মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলি সম্পর্কিত কাজঃ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলি সাধারণভাবে এবং সামুদ্রিক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলি বিশেষভাবে, নানা নীতিগত ও ব্যবহারিক সমস্যায় ভুগছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলি সাধারণ মৎস্যজীবীদের হঠিয়ে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী দ্বারা বেদখল হয়ে গেছে। জলাশয়ের অধিকার না থাকায় সমবায়গুলিতে সাধারণ মৎস্যজীবীদের কোন জোর খাটে না। এর উপর যোগ হয়েছে ব্যাপক দূর্নীতি যাতে কিছু সরকারি পদাধিকারীর মদতে অসাধু দালালরা ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের নামে আসা সরকারি অনুদানের সিংহভাগ আত্মসাৎ করছে। এই পরিস্থিতিতে, সমবায়ের সমস্যা ও দূর্নীতি নিয়ে চর্চা ও আন্দোলন চালানোর সাথে

সাথে কয়েকটি সমবায় সমিতিকে আদর্শ হিসেবে তৈরী করে সাধারণ মৎস্যজীবীদের উদ্যোগের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জনে সহায়তা করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে এবং নতুন সমবায় গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগের ফল হিসাবে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় দুটি নতুন খটি সমবায় সমিতি (চক ফুলডুবি রূপসাগর মেরিন খুটি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড এবং সাগরসঙ্গম বুড়িরখাল অনগ্রসর সংখ্যালঘু মেরিন খুটি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড) রেজিস্ট্রেশন পেয়েছে। আরও দুটি সামুদ্রিক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রেশনের প্রক্রিয়া চলছে। নদীয়া জেলায় বুড়িগঙ্গা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠন ও রেজিস্ট্রেশনের জন্য ১২-০৫-২০২৩ তারিখে চাকদা ব্লকে প্রাথমিক চিঠি দেওয়া হয়েছে। জলের উপর মৎস্যজীবীদের অধিকার না থাকায় ঝাড়গ্রাম জেলায় মৎস্যজীবী সমবায় রেজিস্ট্রেশনের প্রক্রিয়াটি থেমে রয়েছে। তবে ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় কয়েকটি এফপিজি রেজিস্ট্রেশন হয়েছে। দূর্নীতির বিষয়ে একাধিক আর.টি.আই আবেদন করা হয়েছে। এই সুবাদে পাওয়া কয়েকটি উত্তরের ভিত্তিতে দূর্নীতির প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়া গেছে। আইনানুগ ব্যবস্থা হিসেবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা হয়েছে। সমবায়গুলির দুর্নীতির বিরুদ্ধে একের পর এক আরটিআই, হাইকোর্টে মামলা এবং কাকদ্বীপে মহাসমাবেশ (০৩-১০-২০২৩)-এর ফলে দূর্নীতিবাজ দালাল ও সরকারি আধিকারিকরা এটা বুঝতে পারছেন যে দূর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হয়েছে এবং অচিরেই তাদের মুখোশ খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা। আগের মতো মৌরুসী পাট্টা চালানো যাবে না।

৭। নদী বাঁচাও-মাছ বাঁচাও-মৎস্যজীবী বাঁচাও অভিযানঃ অভ্যন্তরীণ মৎস্যক্ষেত্রে অন্যতম ভয়ঙ্কর সমস্যা নদীগুলির সংকট। দূষণ, জলের অভাব ও নদী খাতের দখলদারি এর মূল কারণ। নদী-নির্ভর মৎস্যজীবীদের জীবিকা রক্ষার্থে বিভিন্ন নদী বাঁচানোর জন্য আন্দোলন সংগঠিত করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয়, এই আন্দোলনে নাগরিক সমাজ, বিশেষ করে পরিবেশ সংগঠন মৎস্যজীবীদের পাশে দাঁড়িয়েছে। ফোরামের নদীয়া জেলা শাখার উদ্যোগে নদী দূষণের প্রতিবাদে এবং নদী সংস্কারের দাবিতে বিশ্ব নদী সপ্তাহ কর্মসূচি পালিত হয়েছে। বাংলাদেশ বর্ডারের কাছে মাথাভাঙ্গা নদীর তীরে মাথাভাঙ্গাতে দূষিত কালো জল ফেলার বিরুদ্ধে পুনেচাঁদপুরে বিশ্ব নদীসপ্তাহ পালন কর্মসূচি শুরু হয়েছিল। এই নদী সপ্তাহ কর্মসূচি সাতদিনব্যাপী যথাক্রমে অঞ্জনা, পাগলা চণ্ডী, ইছামতী, পলদা, বুড়িগঙ্গা, জলঙ্গী নদীর পাড়ে প্রতিদিন সভা, কখনো বা অবস্থান অনশন করে নদী ও মৎস্যজীবী রক্ষার বার্তা ছড়ানো হয়েছে। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর প্রায় ৫২ বছরের মৃতপ্রায় বুড়িগঙ্গা নদীর সংস্কারের প্রথম পর্যায়ের অর্থাৎ ৩.৫ কিলোমিটার সংস্কারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং পরবর্তী পর্যায়ের কাজ শুরু হতে চলেছে।

৮। ধ্বংসাত্মক মৎস্যশিকারের বিরোধিতাঃ- অভ্যন্তরীণক্ষেত্রে মশারি জাল, বিস্ফোরক, ইলেক্ট্রিক শক বা বিষ প্রয়োগ করে মাছ ধরার বিরুদ্ধে ডি.এম.এফ. নদীয়া ও মুর্শিদাবাদে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে, যার ফলে বিভিন্ন স্থানে এই ক্ষতিকর কাজ কিছু কমেছে। ধ্বংসাত্মক মৎস্য শিকার ট্রলিং ফিশিং –এর বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের উপকূল এলাকায় লাগাতার প্রচার-আন্দোলন চলছে। গত ০৩-১০-২০২৩ তারিখে কাকদ্বীপে অনুষ্ঠিত মহাসমাবেশ ও মহকুমা শাসককে ডেপুটেশনে প্রধান দাবি ছিল, ট্রলিং বন্ধ করতে হবে। NPSSFW, ডি এম এফ ও দিশা ১৯.১২.২০২৪ তারিখ কলকাতায় মৎস্যদপ্তর, ও মৎস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে ধ্বংসাত্মক মৎস্য শিকার-এর উপর একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। মৎস্যমন্ত্রীসহ উপস্থিত সবাই এই বিষয়ে কঠোর ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেন। লাগাতার মিটিং মিছিল সমাবেশের ফলে ট্রলিং-এর বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে জনসচেতনতা গড়ে উঠছে। এ লড়াই চলবে যতক্ষণ না সরকার ট্রলিং বন্ধ করছে। ২০২৩ সালে বিশ্ব মৎস্যজীবী দিবস ধ্বংসাত্মক মৎস্য শিকার বিরোধী দিবস হিসাবে পালিত হয়েছে। এদিন ধ্বংসাত্মক মৎস্য শিকারের প্রতিবাদে মহিষাদলে পাঁচ শতাধিক মৎস্যজীবী মিছিল করেছিলেন। ধ্বংসাত্মক মৎস্য শিকার বন্ধ এবং জলের অধিকারের দাবিতে ফ্রেজারগঞ্জ থেকে ফারাক্কা পর্যন্ত নৌপ্রচার অভিযান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের পর এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।

৯। ডীপ সী পোর্ট এবং মিশাইল লঞ্চিং প্যাড-এর বিরোধিতাঃ- দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম পূর্ব মেদিনীপুরের তাজপুরে গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের সরকারি প্রস্তাবের প্রতিবাদ জানিয়েছে। ফোরামের গত বার্ষিক সাধারণ সভার আগেরদিন অর্থাৎ ১৫-০৩-২০২৩ তারিখে তাজপুর গভীর সমুদ্র বন্দর বাতিলের দাবিতে দীঘাতে বিরাট মিছিল করেছিল। সারা বছর ধরে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় অনুষ্ঠিত ফোরামের ছোটো বড় সভাগুলিতে তাজপুর সমুদ্র বন্দর সম্পর্কে মৎস্যজীবীরা তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কাঁথি ১ ব্লকের অন্তর্গত জুনপুটে ‘মিশাইল উৎক্ষেপণ কেন্দ্র’ গড়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা দফতর। রাজ্য সরকার জমি

দিয়েছে। ডি আর ডি ও (DRDO) কাজও শুরু করেছে। মিশাইল উৎক্ষেপণকে কেন্দ্র করে এলাকায় কি হতে চলেছে, কত পরিমাণ জায়গা অধিগ্রহণ হবে, এলাকার মৎস্যজীবীদের জীবিকার উপর কি ধরনের প্রভাব পড়বে সে সম্পর্কে এলাকার মানুষ অবগত নন। তাই, সংগঠনের পক্ষ থেকে (১৬/০২/২০২৪) জেলা শাসকের নিকট ''স্থানীয় মানুষকে অবহিত না করে জুনপুট উপকূলে মিশাইল উৎক্ষেপণ কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে কেনো সেব্যাপারে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। জুনপুটে মিশাইল লঞ্চিং প্যাডের প্রতিবাদে ১১-০৩-২০০৪ তারিখে পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের পক্ষ থেকে সহ মৎস্য অধিকর্তা সামুদ্রিক (কাঁথি)-র কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

১০। মহিলা সংগঠন-

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের পূর্ব মেদিনীপুর, নদীয়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সংগঠন মহিলাদের সংগঠিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় এব্যাপারে একটি তদারকি কমিটি গঠিত হয়েছে। চাকদহের মহিলা মৎস্যজীবীরা বিডিও অফিসে গিয়ে বিডিও ও এফইও-র সঙ্গে দেখা করে তাদের দাবিদাওয়া জানিয়েছেন। ফোরাম দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ব্যাঘ্র বিধবা ও সমুদ্র বিধবাদের সংগঠিত করার কাজ করছে। ফোরামের সহযোগী সংগঠন কাকদ্বীপ ফিশারিজ উইডো ওয়েলফেয়ার সমিতি মৎস্যজীবী পরিবারের বিধবা, সধবা ও একক মহিলাদের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য কাজ করছে। ফোরামের উদ্যোগে গঠিত সাগর সামুদ্রিক মহিলা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির ছত্রছায়ায় গঙ্গাসাগরে খটিগুলিতে কর্মরত মহিলাদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী ও সাংগঠনিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করার কাজ চলছে।

ক) ব্যাঘ্র বিধবা সংক্রান্ত উদ্যোগঃ বাঘ-কুমিরের আক্রমণে মৎস্যজীবীদের মৃত্যু সুন্দরবনে নিয়মিত ঘটনা। ব্যাঘ্রবিধবারা যাতে সরকারী সহায়তা ও বীমার টাকা পায় সেব্যাপারে ফোরামের পক্ষ থেকে সহযোগিতা করা হচ্ছে। এই সঙ্গে ব্যাঘ্রবিধবাদের সশক্তিকরণের জন্য ফোরামের চেষ্টায় তাদের সংগঠন সুন্দরবন ব্যাঘ্রবিধবা সমিতি সম্প্রসারিত হচ্ছে। ফোরামের আইনি সহায়ক এডভোকেট শান্তনু চক্রবর্তী ও অতীন্দ্রিয় চক্রবর্তীর উদ্যোগে কলকাতা হাইকোর্টে মামলার ফলে সরস্বতী আউলিয়া ও সরোজিনী মণ্ডল বনদপ্তর থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন।

খ) মৎস্যজীবী সমুদ্র বিধবা সংক্রান্ত উদ্যোগঃ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রতি বছরই সমুদ্রে বহু মৎস্যজীবী মারা যান বা নিখোঁজ হন। তাদের বিধবারা নিদারুণ আর্থিক, সামাজিক ও মানসিক সমস্যার মধ্য দিয়ে দিন যাপন করেন। তারা যাতে তাদের সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারেন তার জন্য তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজ কাকদ্বীপ মহকুমা এলাকায় শুরু হয়েছে। ফোরামের দক্ষিণ ২৪ পরগণা শাখার উদ্যোগে ''সমুদ্র বিধবা সমিতি'' গঠিত হয়েছে।

২৯-০৪-২০২৩ তারিখে ফোরামের কাকদ্বীপ অফিসে ৫০ জন সমুদ্রবিধবাকে নিয়ে সভা করা হয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে সমুদ্র বিধবাদের মিটিং করা হয়েছে। তাদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য সার্ভে করা হয়েছে। কেরালায় মাছ ধরার কাজ করতে গিয়ে কাকদ্বীপ কামার হাটের বাসিন্দা মমতা দাসের স্বামী মারা যায় । ক্ষতিপূরণ বাবদ তিনি কিছু টাকা পেয়েছিলেন। অবিশিষ্ট টাকা না পেয়ে তিনি সমুদ্র বিধবা সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সমুদ্র বিধবা সমিতির পক্ষ থেকে এব্যাপারে ০৩-০৫-২০২৩ তারিখে সহ মৎস্য অধিকর্তা নিনডাকাড়া কেরালাকে ইমেলে চিঠি দেওয়া হয় এবং ঐ চিঠির কপি মৎস্য অধিকর্তা কেরালা, মৎস্য অধিকর্তা পশ্চিমবঙ্গ, অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশনকে দেওয়া হয়। মহিলা কমিশন কেরালা সরকারকে চিঠি দেয়। ফলে মমতা দাস ৩,০০,০০০ টাকা অবশিষ্ট ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন।

১১। পরিযায়ী মৎস্য শ্রমিকদের সংগঠিত করা -

পরিযায়ী মৎস্য শ্রমিকদের সংগঠিত করার জন্য ১৬-০৭-২০২২ তারিখে ''মাইগ্র্যান্ট ফিশওয়ার্কার্স ফোরাম'' গঠিত হয়েছিল। ২০-০৭-২০২৩ তারিখে কাকদ্বীপে ৫১ জন পরিযায়ী শ্রমিক নিয়ে মিটিং হয়েছে। এই মিটিং-এ সিদ্ধান্ত হয়, পরিযায়ী মৎস্য শ্রমিকরা কেরালা যাওয়ার সময় তাদের প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংগঠনে জমা দিয়ে নাম নথিবদ্ধ করবেন। এবং সংগঠন তাদের নামের তালিকা সহ প্রয়োজনীয় তথ্য সংশ্লিষ্ট বিডিও অফিসে জমা দেবে। সেইমত ২৪-০৭- ২০২৩ তারিখে ১২১ জন পরিযায়ী মৎস্য শ্রমিকের নামের তালিকা সহ প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংশ্লিষ্ট বিডিও অফিসে জমা করা হয়েছে। ২৩-১২-২৩ তারিখে সাংগঠনিক অবস্থা পর্যালোচনার জন্য পরিযায়ী মৎস্য শ্রমিকদের নিয়ে মিটিং করা হয়েছে।

১২। হুগলী নদীতে জাহাজ কর্তৃক ক্ষয়ক্ষতিঃ ফোরামের লাগাতার হস্তক্ষেপের ফলে হুগলী নদীতে ফ্লাই অ্যাশ বোঝাই জাহাজ ডুবির ঘটনার খবর আর পাওয়া যাচ্ছে না। তবে, জাহাজে জেলেদের জাল নষ্টের ঘটনা ঘটছে। জাহাজগুলোর ন্যাভিগেশন রুট ছেড়ে জেলেদের জালের উপর চেপে পড়াটা নিত্য ঘটনা হয়ে দেখা দিয়েছে। ইন্দো-বাংলাদেশ প্রোটকোল রুটে বাণিজ্যেরত ''রিভারাইন শিপিং এন্ড লজিস্টিকস'' কোম্পানির ১১-০৩-২০২৪ তারিখে সাগর এসডিপিও-কে করা ইমেলে ঘোড়ামারার কাছে হুগলী নদীতে জাহাজে জেলেদের জাল ছিঁড়ে যাওয়ার ঘটনাকে এবং তাকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত ঝামেলাকে ''রেগুলার ইন্সিডেন্ট'' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০-০৯-২০২৩ তারিখে একটি বাংলাদেশী জাহাজ ন্যাভিগেশন লাইনচ্যুত হয়ে ঘোড়ামারার কাছে হুগলী নদীতে একজন মৎস্যজীবীর বেহুন্দিজাল নষ্ট করে দেয়। সেকারণে উক্ত জাহাজের পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ঐদিনই ২০০ লিটার ডিজেল ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যজীবী পেয়েছেন যার বাজার মূল্য প্রায় ১৯০০০ টাকা। গত ১০-০৩-২০২৪ ঘোড়ামারা দ্বীপের হগলী নদীতে লালু জানার ''মা মনসা কন্যা'' ভুটভুটর ছাঁদিজাল একটি বাংলাদেশি (মেসার্স নাফিজা শিপিং লাইনস এম-০১-১৮৯২ পুস্পিতা-৩) জাহাজে আটকে নষ্ট হয়ে যায়। ভুটভুটির জেলেরা এর জোরালো প্রতিবাদ করে। জাহাজটি জেলেদের একজন (জয়দেব জানা জন্ম তারিখ ০১-০১-১৯৮০, আধার নং- ৮৭৮০ ৩৯৩২ ২৭৫৩)-কে জাহাজে করে নিয়ে চলে যায়। ফোরামের ঘোড়ামারার সংগঠক বিশ্বজিৎ দাসের মাধ্যমে ফোরাম এই বিষয়টি জানার পর দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলাশাসক সহ প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে ইমেল করে জয়দেব জানাকে উদ্ধার এবং জালের ক্ষতিপূরণের দাবি করে। এমতাবস্থায় জাহাজটি নামখানায় গিয়ে জয়দেব জানাকে নামখানা থানায় জমা দেয়। নামখানা থানা পরদিন ১১-০৩-২০২৪ তারিখে জয়দেব জানাকে সাগর থানায় পাঠায়, যেহেতু ঘটনাটি সাগর থানার প্রশাসনিক এলাকায় ঘটিয়েছে। সাগর থানা চাপ দিয়ে মিথ্যা স্বীকারোক্তি লিখিয়ে নিয়ে জয়দেব জানাকে ছেড়ে দিয়েছে। ১১-০৩-২০২৪ তারিখে দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলাশাসককে ইনল্যান্ড ওয়াটার ওয়েজ অথরিটির পক্ষ থেকে লেখা চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে, উক্ত জাহাজের ভারতীয় পাইলট রঞ্জন বেরা পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। সেকারণে, পাইলট ইউনিয়ন ধর্মঘট ডেকেছে। ইন্দো-বাংলাদেশ প্রটোকল রুটে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হলে তারা বাংলাদেশ পতাকাবাহী জাহাজ চালাবে না।

১৩। আর.টি.আইঃ-

ফোরামের পূর্ব মেদিনীপুর সংগঠনের পক্ষ থেকে এপ্রিল ২০২৩ থেকে ফেব্রুয়ারি-২০২৪ পর্যন্ত ৩০ দফা আরটিআই করা হয়েছে। রাজ্য, কেন্দ্র এবং অন্য রাজ্যগুলিতে আর টি আই করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলির মধ্যে- ১) অভ্যন্তরীণ মাছ ধরা নৌকাগুলির নিবন্ধীকরণ বিষয়ে কেন্দ্রীয় জলপথ বিভাগের থেকে নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া গেছে। ২) পশ্চিমবঙ্গে 'প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার অন্তর্গত গ্রুপ দূর্ঘটনা বীমা'র তথ্য পাওয়া গেছে। তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে আমাদের রাজ্যে 'প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার অন্তর্গত গ্রুপ দূর্ঘটনা বীমা' প্রকল্প গত ২৫ শে জুলাই ২০২৩ থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ৩) ২৭ নভেম্বর ২০২৩ প্রকাশিত 'আনন্দ বাজার পত্রিকা' থেকে জানা যায় রাজ্য সরকার তাজপুর গভীর সমুদ্র বন্দর গড়ার জন্য কেন্দ্রের প্রতিরক্ষা, বিদেশ ও জাহাজ মন্ত্রকের ছাড়পত্র পেয়েছে। খবরের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য আর টি আই করা হয়। আর টি আই -এর তথ্য জানাচ্ছে ছাড়পত্র সংক্রান্ত কোন নথি তাঁদের কাছে নেই। ৪) সি আর জেড ২০১৯ বিজ্ঞপ্তি অনুসারে 'কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান' সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ৫) দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় বঙ্গ মৎস্য যোজনার অধীনে 'ফিশিং বোট রিপ্লেসমেন্ট'–এর জন্য কতগুলি আবেদন জমা পড়েছে এবং সেগুলির কতগুলি অনুমোদিত তা হয়েছে তা জানার জন্য সহ মৎস্য অধিকর্তা সামুদ্রিক ডায়মন্ড হারবার-কে আর টি আই করা হয়েছিল। ১৯-০২-২০২৪ তারিখে এই আর টি আই-এর উত্তর পাওয়া গেছে। এছাড়াও সংগঠনের বিভিন্ন স্তর থেকে আরো কিছু আর টি আই আবেদন করা হয়েছে। আর টি আই-এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের ফলে সংগঠনের প্রভূত লাভ হয়েছে। আগামীদিনে আর.টি.আই আবেদন ব্যবহারে আমাদের বিভিন্ন জেলা ও ব্লক সংগঠনকে অনেক তৎপর ও প্রশিক্ষিত হতে হবে।

১৪। সরকারী প্রকল্প সম্পর্কে ফোরামের অবস্থান ও উদ্যোগঃ

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম মনে করে যে সরকারি সহায়তা প্রকল্পগুলি–

- ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের মৌলিক অধিকারহীনতা বা সমস্যার কোন সমাধান নয়;
- বড়জোর কিছু মৎস্যজীবীর বঞ্চনার ক্ষতে আংশিক ও অস্থায়ী প্রলেপ দিতে পারে;
- আর এটা করতে গিয়ে তা মৎস্যজীবীদের সরকারি সহায়তা প্রাপক ও অ-প্রাপকে ভাগ করে শুধু তাই নয়, নিয়ে আসে প্রকল্প ও তার রূপায়ণে অনুপযুক্ততা, অস্বচ্ছতা, বৈষম্য, দুর্নীতি ও হয়রানি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ফোরামের কর্তব্য -

১) প্রত্যেকটি প্রকল্পের চরিত্র, উপযোগিতা, সীমাবদ্ধতা ও প্রথা-প্রকরণ সম্পর্কে জানা ও মৎস্যজীবীদের জানানো;

২) ক্ষতিকর বা অনুপযুক্ত প্রকল্পের বিরোধিতা করা; ৩) প্রকল্প রূপায়ণে অস্বচ্ছতা, বৈষম্য ও দুর্নীতির প্রতিবাদ করা; এবং ৪) উপযুক্ত প্রকল্পগুলি পাওয়ার জন্য মৎস্যজীবীদের সহায়তা করা।

ফোরাম মৎস্যজীবী পরিচয়পত্র, কিউ আর কোড যুক্ত আধার কার্ড তৈরি, কে সি সি বা এম জে সি সি-এর জন্য আবেদন, বঙ্গ মৎস্য যোজনা, এফ.পি.জি. তৈরি, নৌকা রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ও করছে।

মৎস্যজীবী পরিচয়পত্র – সামুদ্রিক ও অভ্যন্তরীণ মৎস্যজীবীদের পরিচয়পত্রের জন্য দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম দীর্ঘদিন লড়াই করেছে যার ফলে আজ পশ্চিমবঙ্গে সব মৎস্যকর্মীদের জন্য মৎস্যজীবী নিবন্ধীকরণ চালু হয়েছে। মৎস্যজীবি নিবন্ধীকরণের জন্য সক্রিয় সহযোগিতা করার সাথে সাথে ফোরাম রাজনৈতিক ফয়দা তোলার জন্য বহুসংখ্যক অ-মৎস্যজীবীকে মৎস্যজীবি হিসেবে নিবন্ধীকরণের অসাধু প্রয়াসের তীব্র বিরোধিতা করেছে।

মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড- এ রাজ্যে দেশের অন্যান্য রাজ্যের মতো মৎস্যজীবীদের জন্য কিষান ক্রেডিট কার্ড (কে.সি.সি) চালু হয়েছিল, রাজনৈতিক কারণে তা বন্ধ করে মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড (এম.জে.সি.সি) চালু করা হয়। সংগঠনের উদ্যোগে বহু সংখ্যক মৎস্যজীবী কিষান ক্রেডিট কার্ড ও মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ডের আবেদন করেছিলেন ও করছেন। কিন্তু খুব অল্প সংখ্যকই আসলে ক্রেডিট কার্ড বা ঋণ পেয়েছেন। সংগঠনের লাগাতার প্রচেষ্টায় পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট ব্লকের নবকুমার মান্না এবং মহিষাদল ব্লকের শ্রীকান্ত মান্না দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কুল্পী ব্লকের তাপসী দোলুই বা কাকদ্বীপ ব্লকের রুমা মন্ত্রী, সৌমিত্র বিশ্বাস ও মাধব দাসের মতো কিছু মৎস্যজীবী এই সুবিধা পেয়েছেন। ফোরাম আবেদনকারী সমস্ত প্রকৃত মৎস্যজীবিদের জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

মৎস্য বন্ধু প্রকল্প – রাজ্য সরকার অত্যন্ত অন্যায় ও অমানবিকভাবে ২০১৭ সালের অক্টোবর মাস থেকে মৎস্যজীবীদের ২ লক্ষ টাকার দুর্ঘটনা বিমা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সংগঠন এ ব্যাপারে লাগাতার প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছে। পরবর্তীতে ২০২২ সালে একবার প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার অন্তর্গত দুর্ঘটনা বিমার ৫ লক্ষ টাকার প্রকল্প চালু করার ঘোষনা করেও তা বাস্তবায়িত করা হয় না ও তারপর মৎস্য বন্ধু প্রকল্প বা ২ লক্ষ টাকার জীবন বিমা চালু করে। সংগঠন বার বার মৎস্যজীবীদের এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে ও জানাচ্ছে। সংগঠনের সহযোগিতায় উত্তর ২৪ পরগণায় মৃত মৎস্যজীবী সুধীর খাঁর পরিবার সহ আরো কয়েকটি পরিবার মৎস্য বন্ধু প্রকল্পের দু লক্ষ টাকা পেয়েছেন।

বঙ্গ মৎস্য যোজনা- রাজনৈতিক কারণে প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার নাম বদলে রাজ্য সরকার এই যোজনা চালু করার চেষ্টা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার মতোই বঙ্গ মৎস্য যোজনার প্রকল্পগুলির বেশিরভাগই ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জন্য নয়। যেগুলি তাদের কিছু সাহায্য করতে পারে সেগুলিও পদ্ধতিগতভাবে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের পক্ষে অসুবিধাজনক। NPSSFW ও ডি এম এফ ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা তথা বঙ্গ মৎস্য যোজনার মূল্যায়ন করছে। এই প্রকল্পের নানা অসুবিধার বিরুদ্ধে লড়াই করে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম অনেক ক্ষেত্রে মৎস্যজীবীদের সাইকেল, ঠান্ডা বাক্স, মোটর সাইকেল, ই-রিকশা ইত্যাদি প্রকল্পের সুবিধা পাতে সাহায্য করেছে।

সমুদ্রসাথী- ২০১৭ সাল থেকে লাগাতার লড়াইয়ের পর গত ০৮-০২-২০২৪ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার বাজেটে ব্যান পিরিয়ডে সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের প্রত্যেকটি পরিবারকে মাসে ৫০০০ টাকা জীবিকা সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা করেছে। বর্তমানে সমুদ্রসাথী প্রকল্পের জন্য অনলাইনে আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে। তবে বহু প্রকৃত সামুদ্রিক মৎস্যজীবীর ফিশারমেন রেজিস্ট্রেশন কার্ড নেই, আবার অনেকের কার্ডে তথ্য ভুল। সেকারণে তারা আবেদন করতে পারছেন না। রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের কারণে বহু অমৎস্যজীবী ফিশারমেন রেজিস্ট্রেশন কার্ড পেয়ে সমুদ্রসাথী প্রকল্পের দাবিদার হয়ে উঠেছেন। সমুদ্রসাথী প্রকল্পের অনলাইন আবেদন মনিটর করার জন্য ১০-০৩-২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ফোরামের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বার্ষিক সম্মেলনে বিভিন্ন ব্লকের নেতৃত্বদের নিয়ে একটি কমিটি তৈরি

করা হয়েছে। এব্যাপারে এই সংগঠকদের নিয়ে 'সমুদ্রসাথী ডিএমএফ'' নামে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খোলা হয়েছে। এই গ্রুপের মাধ্যমে সমুদ্রসাথী প্রকল্পের আবেদনের জন্য যাবতীয় নির্দেশ ও সমস্যা বিষয়ে মতামত দেওয়া হয়েছে। বহু সামুদ্রিক মৎস্যজীবীর কার্ড না থাকায় তারা সমুদ্রসাথী প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে পারছেন না। আবার অনেকের কার্ডে ত্রুটি থাকায় তরাও আবেদন করতে পারছেন না। সমস্যাগুলি মৎস্য দপ্তরকে জানানো হয়েছে।

১৫। সীমান্ত সমস্যায় ফোরামের পদক্ষেপ-

মুর্শিদাবাদে সীমান্তবর্তী মৎস্যজীবীদের সমস্যা নিয়ে ফোরাম ও বি.এস.এফ-এর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে চিঠির আদানপ্রদান ও আলাপআলোচনা চলেছে। এর ফলে মৎস্যজীবীদের কিছু সুরাহা হয়েছে। বি.এস.এফ-এর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্ত এলাকায় মাছধরার সময় বাবলু মণ্ডল ও তার সঙ্গীরা গত ২৫-০১-২০২৪ বাংলাদেশি মাছ লুঠেরাদের হাতে আক্রান্ত হন। তার পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৭-০১-২০২৪ তারিখে তারিখে ফোরাম রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসন এবং কেন্দ্রের বিএসএফ-এর প্রধানকে চিঠি দিয়ে সীমান্তে তাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার ও তাদের লুণ্ঠিত জাল উদ্ধারের দাবি জানিয়েছে।

১৬। সেমিনার ও নেতৃত্ব বিকাশ কর্মশালা-

ফোরামের নেতৃত্বদের সাংগঠনিক কাজকর্ম ও সরকারি দপ্তরের যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়ে স্কিল তৈরির জন্য নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। ২৬-০৬-২০২৩ এবং ২৮-০৮-২০২৩ তারিখে মেদিনীপুর জেলা উপকূলীয় মৎস্য ভেন্ডর ইউনিয়নের কার্যকরী কমিটির মেম্বারদের নিয়ে এবং মনিটরিং কমিটির মেম্বারদের নিয়ে নেতৃত্ব বিকাশ কর্মশালা হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের উদ্যোগে পূর্ব মেদিনীপুরে ২৯-০৫-২০২৩, ২৭-০৯-২০২৩ এবং ০৯-০৩-২০২৪ তারিখে নেতৃত্ব বিকাশ কর্মশালা হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কাকদ্বীপ ফিশিং হারবারের জাহ্নবী গেস্ট হাউসে গত ০৪-১০-২০২৩ তারিখে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম বিভিন্ন জেলার সংগঠকদের নিয়ে একটি নেতৃত্ব বিকাশ কর্মশালা করেছে। এর ফলে, নতুন নতুন সংগঠক গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

১৭। বিশ্ব মৎস্যজীবী দিবস উদযাপন: -

ফোরাম ২০২৩ সালের ২১ নভেম্বর বিশ্ব মৎস্যজীবী দিবসকে ধ্বংসাত্মক মৎস্য শিকার বিরোধী দিবস হিসাবে পালন করেছে। ডিএমএফ ও ইউএমএফ-এর উদ্যোগে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে প্রায় ২০০টি এলাকায় পতাকা উত্তোলন ও ধ্বংসাত্মক মৎস্য শিকারের প্রতিবাদ করা হয়েছে। ফোরামের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা শাখার উদ্যোগে মহিষাদলে কেন্দ্রিয়ভাবে বিশ্ব মৎস্যজীবী দিবস পালিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে সুতাহাটা, মহিষাদল, ভগবানপুর-১, পটাশপুর-১, কোলাঘাট, নন্দীগ্রাম-২ ও নন্দকুমার ব্লকের মোট ৪৫০ জন মৎস্যজীবী উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারে মাননীয় মৎস্য মন্ত্রী শ্রী বিপ্লব রায়চৌধুরী ও ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জাতীয় মঞ্চের আহ্বায়ক শ্রী প্রদীপ চ্যাটার্জী বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। নদীয়া ও হুগলী জেলার মৎস্যজীবীরা ২১ নভেম্বর বিশ্ব মৎস্যজীবী দিবসে গৌরনগর ঘাট থেকে বলাগড় পর্যন্ত ধ্বংসাত্মক মৎস্য শিকারের প্রতিবাদে নৌকাযাত্রা হয়েছে। এই যাত্রার সময়ে শিবপুরঘাট, নন্দীঘাট ও শান্তিপুর-এ মৎস্যজীবীরা ফোরামের সদস্যপদ গ্রহণের আগ্রহ দেখিয়েছেন।

১৮। দপ্তরের সঙ্গে ফোরামের সম্পর্ক ও আলোচনা:

জেলা, রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় মৎস্য দপ্তরের আহ্বানে 'বঙ্গ মৎস্য যোজনা'/'প্রধান মন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা', 'মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড', এবং 'সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প', 'সমুদ্রসাথী প্রকল্প', নৌকা রেজিস্ট্রেশন, ভারত বাংলাদেশ সুন্দরবনে মাছ শিকারের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিশেষ মাছধরা জালের ক্ষেত্রে যৌথ নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি বিষয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনা বা অনলাইন মিটিং হয়েছে।

- সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ফিল্ড ডাইরেক্টর আহুত ১৫-০৫-২০৩ তারিখে সজনে খালি ফরেস্ট অফিসে অনুষ্ঠিত মিটিং-এ ফোরাম অংশগ্রহণ করেছে। এই মিটিং-এ ফোরামের পক্ষ থেকে সুন্দরবনে কমিউনিটি ফরেস্ট রিসোর্স (CFR) রাইট দাবি করা হয়েছে।
- ১০-০১-২০২৩ তারিখে কেন্দ্রের মৎস্য মন্ত্রী পুরুসত্তম রুপালা গঙ্গাসাগরের খটিগুলি পরিদর্শন করেন। এইসময় তাকে সগরসঙ্গম বুড়িরখাল খটিতে অভ্যর্থনা জানানো হয় এবং খটিগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবি সম্বলিত একটি স্মারক লিপি দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের পক্ষ থেকে তুলে দেওয়া হয়। পূর্ব মেদিনীপুরের দীঘাতে মেদিনীপুর জেলা উপকূলীয় মৎস্যভেন্ডর ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা শ্রী রুপালার সঙ্গে দেখা করে মৎস্য ভেন্ডাররা প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা থেকে কীভাবে উপকৃত হয়েছেন তা জানিয়েছেন।

- পূর্ব মেদিনীপুরের কোস্টাল ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান বিষয়ে দায়িত্ব প্রাপ্ত অথরিটির আধিকারিকদের সঙ্গে ফোরামের একটি মিটিং হয়েছে।
- ০৮-০৩-২০২৪ তারিখে সহ মৎস্য অধিকর্তা সামুদ্রিক ডায়মন্ড হারবার তার প্রশাসনিক এক্তিয়ারভুক্ত সমস্ত ব্লকের মৎস্য আধিকারিক, তার অফিসের কয়েকজন আধিকারিক, ডেপুটি ডিরেক্টর মেরিন (ড. সন্দীপ মণ্ডল) এবং মৎস্যজীবী সংগঠনগুলিকে নিয়ে 'সমুদ্রসাথী প্রকল্পের'' বাস্তবায়নের জন্য অনলাইনে মিটিং করেছিলেন। পূর্ব মেদিনীপুরেও এবিষয়ে সংগঠনগুলোর সঙ্গে অনলাইন এবং মুখোমুখি দুটো মিটিং হয়েছে। তবে দীঘা ফিশ ট্রেডারস এসোসিয়েশনে অনুষ্ঠিত মুখোমুখি মিটিং-এ পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম অংশগ্রহণ করেনি।

১৯। আইনি পদক্ষেপ –

- সমবায় সমিতিগুলির দুর্নীতির বিরুদ্ধে ফোরামের করা মামলার অগ্রগতি উল্লেখ করার মতো না হলেও এই মামলা দুর্নীতিবাজদের অনেকটাই চাপে রেখেছে।
- ফোরামের সহায়তায় হাইকোর্টে মামলার ফলে দুইজন ব্যাঘ্র বিধবা বনদপ্তর থেকে তাদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। তাতে উৎসাহিত হয়ে আরও অনেক ব্যাঘ্রবিধবা মামলা করার জন্য এগিয়ে এসেছেন।
- মালদা জেলার প্রবহমান গঙ্গায় মাছ শিকারের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সরকারের ত্রুটিপূর্ণ লীজ ব্যবস্থা। এর বিরুদ্ধে রাজনগরের জেলেরা ফোরামের সহায়তায় হাইকোর্টে মামলা করেছেন।

২০। রিসার্চ, সার্ভে ও ডকুমেন্টেশন-

সমুদ্র বিধবাদের অবস্থা বোঝার জন্য ফোরামের উদ্যোগে একটি সার্ভে হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরের ১১ টি ব্লক ও ২টি পৌরসভা মোট ১৩টি এলাকার ৩৬টি বাজারে, ক্ষুদ্র মৎস্য ভেন্ডারদের অবস্থা বিষয়ে, একটি সমীক্ষা হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরে ক্ষুদ্র মৎস্য ভেন্ডারদের জীবন জীবিকা নিয়ে একটি তথ্যচিত্র হয়েছে।

২১। মৎস্যজীবীদের কারবারে সহায়তা করার উদ্যোগ-

- ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের সহায়তার জন্য শুটকি মাছের বাজার পেতে মেরিন প্রডাক্টস এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটির সহায়তায় ফোরামের পক্ষ থেকে দিল্লীর প্রগতি ময়দানে ''আত্মনির্ভর ভারত উৎসব'' নামক বাণিজ্য মেলায় সুন্দরবনের শুটকি মাছের প্রদর্শন করা হয়েছে। ফোরামের পক্ষ থেকে শ্রী মিলন দাস ও শ্রী নারায়ণ দাস এই মেলায় ০২-০১-২০২৪ থেকে ১০-০১-২০২৪ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করেছিলেন।
- আবহাওয়া খারাপ হলে খটিগুলিতে মাছ শুকানোর সমস্যা হয়। প্রচুর ধরা মাছ নষ্ট হয়ে যায়। তাই আবহাওয়া খারাপের সময় মাছ নষ্ট হওয়া ঠেকাতে CIFT–র কাছে গত ১২-০১-২০২৪ তারিখে ইমেল করে প্রযুক্তিগত সহায়তা চাওয়া হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে CIFT –এর বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কলকাতার নিউ টাউনে বিশ্ববাংলা কনভেনশন হলে একটি সরকারি অনুষ্ঠানে ২৪-০২-২০২৪ তারিখে সাক্ষাৎ করে আলোচনা করা হয়েছে। CIFT –এর প্রধান আধিকারিক NFDB –এর মুখ্য আধিকারিকের সঙ্গে আর্থিক সহায়তার জন্য কথা বলেছেন। তিনি এব্যাপারে সহায়তা করার প্রাথমিক সম্মতি দিয়েছেন।

- ফোরামের সহ সম্পাদক আব্দার মল্লিকের পরামর্শ ও নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় সাগর মহিলা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির মহিলা মৎস্যজীবীরা বেনফিশ থেকে ব্যবসা ও সমিতি পরিচালনা সংক্রান্ত ট্রেনিং পেয়েছেন। সমিতির ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ চেয়ে আবেদন করা হয়েছে। আপতত তিরিশ লক্ষ টাকা সমিতিকে ব্যবসার জন্য দেওয়া হবে বলে খবর পাওয়া গেছে।

২২। ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জাতীয় মঞ্চ (**NPSSFW**): প্রায় ২০টি রাজ্যের প্রতিনিধি নিয়ে এই মঞ্চ গড়ে উঠেছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মৎস্যজীবীদের লড়াই সংগ্রামের পতাকা বহন করে ফাদার টমাস কোচারি, হরেকৃষ্ণ দেবনাথ ও মাথানি সালধানার মতো নেতাদের নির্দেশিত পথে জাতীয় স্তরে ও বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী সংগঠন শক্তিশালী করে সরকারের কাছে দাবি-দাওয়াগুলি তুলে ধরা এই মঞ্চের প্রধান চ্যালেঞ্জ। এই উদ্যোগে ডি.এম.এফ-এর সক্রিয় সহযোগিতা অব্যাহত। ডি.এম.এফ অন্যান্য রাজ্যের ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জাতীয় মঞ্চের ছত্রছায়ায় সংগঠিত করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জাতীয় মঞ্চকে ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট অনুযায়ী ফেডারেশন হিসাবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য *মহারাষ্ট্র স্মল স্কেল ট্র্যাডিশনাল ফিশওয়ার্কার্স*

ইউনিয়ন এবং অল *গোয়া স্মল স্কেল রেস্পন্সিবল ফিশারিজ ইউনিয়ন* –এর সঙ্গে যৌথভাবে আবেদনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। পরবর্তীতে অন্যান্য রাজ্যের সংগঠনগুলি ফেডারেশনে সামিল হবে। প্রস্তাবিত এই ফেডারেশনের সভাপতি নিযুক্ত হয়েছেন শ্রী প্রদীপ চ্যাটার্জী।

২৩। সহযোগী সংগঠনগুলির কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ-

০৩-০৬-২০২৩ তারিখে কলকাতা প্রেস ক্লাবে এনএপিএম-এর নেত্রী শ্রীমতী মেধা পাটকর -এর সভায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে। উত্তবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের উদ্যোগে ০৪-০৬-২০২৩ তারিখে মালদা জেলায় অনুষ্ঠিত মৎস্যজীবীদের সভায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন এনএপিএম-এর নেত্রী শ্রীমতী মেধা পাটকর। ২৫-০৭-২০২৩ তারিখে কলকাতা রবীন্দ্র সদনে জি-২০ সম্পর্কিত আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে। ১৮-০৮-২০২৩ তারিখে ক্যানিং-এর বন্ধু মহল ক্লাবে সবুজ মঞ্চের সভায় ফোরাম অংশগ্রহণ করেছে। সেখানে সবুজ মঞ্চের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিতে ফোরামের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আবদার মল্লিক ও তপন মন্ডলকে রাখা হয়। ১৮-০৮-২০২৩ তারিখে কলাকাতাতে আইআইটি খড়্গপুরের আয়োজনে শুটকিমাছের কারবার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আলোচনা সভায় ফোরাম অংশগ্রহণ করেছে। ২১-০৮-২০২৩ তারিখে ডায়মন্ড হারবারে সাগরিকা অতিথিশালার সভাকক্ষে আইআইটি খড়্গপুর-এর সম্প্রসারিত আলোচনা সভায় ফোরাম অংশগ্রহণ করেছে। হকার সংগ্রাম সমিতির ডাকে ০৯-০৯-২০২৩ তারিখে কলকাতাতে অনুষ্ঠিত জি-২০ বিরোধী বিক্ষোভ মিছিলে ফোরামের পক্ষ থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ৫৫ জন মৎস্যজীবী অংশগ্রহণ করেছেন। এই বিক্ষোভ মিছিলে ধ্বংসাত্মক ট্রলিং বন্ধের দাবিতে ট্রলিং-এর কুশপুত্তুলী-র শবযাত্রা করা হয়েছে এবং বিক্ষোভ কর্মসূচির অন্তে ট্রলিং-এর কুশপুত্তুলী পোড়ানো হয়েছে।

২৪। নেটওয়ার্ক-

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম এন.এ.পি.এম (NAPM), আইক্যান (ICAN), সবুজমঞ্চ, ফ্রেন্ডস অফ আর্থ (FE), ফিনান্সিয়াল একাউন্টেবিলিটি নেটওয়ার্ক (FAN) ও ব্রেক ফ্রি ফ্রম প্লাস্টিক্স (BFFP) নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত। এইসব নেটওয়ার্কের বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কর্মসূচীতে ডি এম এফ অংশগ্রহণ করে থাকে। এইসব নেটওয়ার্কের সাথীরাও বিভিন্ন সময়ে ডি এম এফ-এর কর্মসূচীতে অংশ নিয়ে থাকেন।

আমাদের ব্যর্থতা -

১। এত ক্রিয়াকলাপ সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৩০ লক্ষ মৎস্যজীবীর মধ্যে আমরা সামান্য অংশের কাছে পৌঁছতে পেরেছি। এই বিষয়ে গভীর চিন্তা ও পরিকল্পনা প্রয়োজন।

২। মৎস্যজীবীদের মূল দাবিগুলি নিয়ে লড়াই আন্দোলন আমরা প্রয়োজনীয় স্তরে নিয়ে যেতে পারিনি।

৩। ফোরামের মহিলা শাখা পুনর্গঠনের কাজ সম্পূর্ণ করা যায়নি। মহিলা সংগঠনকে সম্প্রসারিত করার জন্য ফোরামের সকল স্তরের শাখাগুলিকে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে।

৪। ফোরামের শীর্ষ নেতৃত্বদের অসতর্কতা ও নজরদারির অভাবে মুর্শিদাবাদে সংগঠনে আর্থিক অনিয়ম ঘটেছে, যার ফল হিসাবে মুর্শিদাবাদ জেলায় ফোরামের সাংগঠনিক অস্তিত্ব তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে।

৫। ক্ষুদ্র মৎস্যভেন্ডরদের সংগঠন বিভিন্ন জেলায় বিস্তারের ক্ষেত্রে আমাদের গতি অত্যন্ত মন্থর। এই বিষয়েও নতুন সাংগঠনিক পদক্ষেপ প্রয়োজন।

৬। উত্তরবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামকে উত্তরবঙ্গের সকল জেলায় বিস্তৃত করার ক্ষেত্রে যতটা সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন ছিল, তা দেওয়া হয়ে ওঠেনি।

৭। জাতীয় স্তরে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের কন্ঠস্বর আরো জোরালভাবে তুলে ধরার অপেক্ষা রাখে। এর জন্য ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জাতীয় মঞ্চ এন পি এস এস এফ ডব্লিউ কে যথেষ্ট সহায়তা করার প্রয়োজন আছে।

আগামী পরিকল্পনা :-

সাংগঠনিক –

১। ডি এম এফ-এর সাংগঠনিক বিস্তৃতি ও ক্রমবর্দ্ধমান দায়িত্ব সংগঠনের নেতৃত্বের কাছে অনেক বেশি সক্রিয়তা ও দক্ষতা দাবি করছে। ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের মধ্যে সাংগঠনিক যোগাযোগ, তাদের সংগঠন ও দাবি-দাওয়া, কাজের পরিকল্পনা ও রিপোর্ট ঠিকমতো না হলে এই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। সংগঠন এ বিষয়ে কোনরকম আপোষ করবে না। প্রত্যেকটি কর্মী সংগঠককে নিজের দুর্বলতা কাটিয়ে দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে।

২। সংগঠনকে সক্রিয় রাখাতে ফোরামের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বগণ জেলার সংগঠকদের সঙ্গে মাসে একবার অনলাইনে মিটিং করবেন। এই মিটিং-এ বিভিন্ন এলাকার সংগঠকগণ তাদের এলাকার সারা মাসের কাজের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পেশ করবেন। প্রতি মাসের প্রথম সোমবার সন্ধ্যা ৬টায় এই মিটিং হবে।

৩। সংগঠনের পদাধিকারীদের গোটা সংগঠনের সমস্যাগুলি নিয়ে নিয়মিত (কমপক্ষে মাসে একবার) পর্যালোচনা করতে হবে ও প্রয়োজনীয় কাজগুলি সম্পর্কে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৪। সংগঠনের প্রতিটি সদস্যের সক্রিয় অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে সর্বত্র তৃণমূল স্তরের ইউনিট গড়ে তোলা হবে।

৫। সংগঠনের নেতৃত্বকে সংখ্যাগত ও মানগতভাবে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সংগঠন আনুষ্ঠানিকভাবে নেতৃত্ব বিকাশ কর্মসূচী গ্রহণ করবে। সংগঠনের প্রতিটি নেতা ও কর্মীকে এ বিষয়ে সক্রিয় হতে হবে।

৬। যে সকল মৎস্যজীবী অধ্যুষিত এলাকায় এখনো পর্যন্ত ফোরাম পৌঁছতে পারেনি, সেইসকল এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে। এবং সেই সকল এলাকায় সংগঠনকে সম্প্রসারিত করতে হবে।

৭। আগামী বার্ষিক সাধারণ সভায় ফোরামের সাফল্য ও ব্যর্থতাগুলি ফ্লেক্সে প্রদর্শন করা হবে।

আন্দোলনগত –

১। ‘জাল যার জল তার’ (মৎস্যজীবীদের জলের অধিকার) দাবিকে শক্তিশালী করার জন্য প্রচার আন্দোলন জোরদার করতে হবে।

২। মৎস্যক্ষেত্রে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের অগ্রাধিকারকে বিধিবদ্ধ করার জন্য লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

৩। ক্ষুদ্র মৎস্যভেন্ডরদের রাজ্য মঞ্চ প্রস্তুত করার প্রয়াসকে যথেষ্ট গতি দিতে হবে।

৪। দুর্নীতি বিষয়ক মামলাকে গতিশীল করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

৫। মৎস্যজীবীদের জলের অধিকার ও ট্রলিং সহ সকল প্রকার ধ্বংসাত্মক মৎস্য শিকার বন্ধের দাবীতে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। এব্যাপারে ব্যাপক জনসচেতনতা গড়ে তুলতে ফ্রেজারগঞ্জ থেকে ফারাক্কা নৌপ্রচার অভিযান করা হবে।

৬। তাজপুর গভীর সমুদ্র বন্দর বাতিলের দাবিতে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। জুনপুটে মিশাই লঞ্চিং প্যাডের বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখা হবে।

৭। সীমান্ত এলাকায় মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকাকে সুরক্ষিত করার জন্য বি.এস.এফ.-এর সাথে স্থানীয়, রাজ্য ও জাতীয় স্তরে সাংগঠনিক পদক্ষেপ বাড়াতে হবে।

৮। বিভিন্ন নদীগুলির দূষণ রোধে এবং সংস্কারের ব্যাপারে যতক্ষণ না সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে লাগাতার লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

৯। অভ্যন্তরীণ মৎস্য ক্ষেত্রের মাছ ধরা নৌকাগুলির রেজিস্ট্রেশনের জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

১০। জলাশয়ের নিলাম বন্ধ করার জন্য প্রশাসনের সমস্ত স্তরে সাংগঠনিক চাপ বাড়াতে হবে।

১১। সুন্দরবনে ফরেস্টের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযানকে আরও শক্তিশালী করতে হবে এবং কমিউনিটি ফরেস্ট রাইটের (সামুদায়িক বনাধিকারের) দাবিতে সাংগঠনিক চাপ বাড়াতে হবে।

১২। মহিলা মৎস্যজীবী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে মহিলা মৎস্যজীবীদের মঞ্চ সংগঠিত করার উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

১৩। বাছুনি-শুকুনি ও জাল শ্রমিকদের সংগঠিত করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে।

১৪। ব্যাঘ্র ও সমুদ্র বিধবা সংগঠনগুলিকে আরো বিস্তৃত ও শক্তিশালী করতে হবে।

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকা এবং জলাশয় ও মৎস্য সম্পদ সুরক্ষায় তার নিরলস প্রয়াসে বহু সংস্থা ও বহু সহৃদয় ব্যক্তির অকুন্ঠ সমর্থন, পরামর্শ ও সহযোগিতা লাভ করেছে। এই সুযোগে আমি তাদের প্রত্যেককে সংগঠনের তরফে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বিভিন্ন দূর্বলতা কাটিয়ে উঠে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের আশা-ভরসার যোগ্য সংগঠন হয়ে উঠবে এই আশা রেখে বার্ষিক প্রতিবেদন শেষ করছি।

মিলন দাস
সাধারণ সম্পাদক
দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম